স্বপ্নীল আবাসন, সবুজ দেশ
লাল সবুজের বাংলাদেশ

রিহ্যাব রজতজয়ন্তী

25 Years Celebration of REHAB

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রিহ্যাব এর সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার পাশাপাশি আবাসন মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার দুস্থ ও সহায়-সম্বলহীন জনগণের জন্য "আশ্রায়ন" প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলাশহরে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ফ্ল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে দেশের সকল নাগরিকের আবাসন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও জরুরি বলে আমি মনে করি।

সাম্প্রতিককালে আবাসন খাতে বেসরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো। রিহ্যাব এর সদস্যগণ সারাদেশে দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন অবকাঠামো ও পরিকল্পিত আবাসনের মাধ্যমে মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। সেই সাথে পরিকল্পিত ও সবুজ নগরী তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি, রিহ্যাব ভবিষ্যতে আরো পরিকল্পিত নগরায়ন ও সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আবাসন চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং নির্মাণ কাজে গুণগতমান নিশ্চিত করবে।

আমি রিহ্যাব ও এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

রিহ্যাব বৃত্তান্ত

ভূমিকা:

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে সর্বত্র সুষম উন্নয়নের অভাবে নগরে মানুষের ভীড় ক্রমেই বাড়ছে। পল্লী এলাকায় যখন জীবিকার সংস্থান কমতে থাকে তখন এক প্রকার বাধ্য হয়েই অভাবী মানুষ শহরে এসে ভীড় জমায়। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি স্বল্পোন্নত দেশ। সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থান সংবিধানে স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। সরকারের একার পক্ষে সকলের আবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বেসরকারি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সত্তর দশকের শুরুতে বাংলাদেশে রাজধানী শহর ঢাকায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু হয়। ইস্টার্ন হাউজিং এবং প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ তৎসময়ে এ সেক্টরের নেতৃত্ব দেয়। বর্তমানে রিয়েল এস্টেট খাত অন্যতম সেরা শিল্পখাত হিসেবে দেশের জিডিপি-তে ১৫%অবদান রাখছে।

রিহ্যাব গঠন:

রিয়েল এস্টেট সেক্টরে ব্যবসার পরিধি ও ডেভেলপার কোম্পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু সমস্যা ও অসুবিধা দেখা দেয়, যা সংশ্লিষ্টদের ভাবিয়ে তুলে। এ জন্য সঠিক মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনে তথা সমস্যার সমাধান এবং ডেভেলপাদের সুরক্ষার তাগিদে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে একটি সংগঠন তৈরী জরুরী হয়ে পড়ে। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯১ সনে মাত্র ১১টি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নিয়ে রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) গঠন করা হয়। বাংলাদেশের বেসরকারি রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে উন্নত করাই এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান পরিস্থিতি:

বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে "রিহ্যাব" একমাত্র স্বীকৃত শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন। বাংলাদেশে যেসব ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের বেশির ভাগই এ সংগঠনের সদস্য। এ দেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত কল্পে রিহ্যাব এ সেক্টরের সকল প্রতিষ্ঠানকেই তার ছাতার তলে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। রিহ্যাব এফবিসিসিআই-এর শীর্ষ পর্যায়ের সদস্য। বর্তমানে রিহ্যাব এর সক্রিয় সদস্য রয়েছে ১০৭১। ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট সেক্টর এবং সংগঠনের সদস্য প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষার প্রয়োজনে রিহ্যাব অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। রিহ্যাব এর প্রচেষ্টার ফলে সরকার "নগর উন্নয়ন কমিটি"-তে এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে সংশ্লিষ্ট রুলস্ এবং পলিসি প্রণয়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। সম্প্রতি রাজউক কর্তৃক গঠিত "ঢাকা শহরে অবৈধ নির্মাণ ওভারসীয়িং এর মনিটরিং সেল"-এ রিহ্যাব প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে রাজউক-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজে শুধু প্রয়োজনীয় ইনপুট দেয়া নয় বরং সদস্য ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুরক্ষা দেয়া যাচ্ছে। ২০১০ সনে রিহ্যাব ফেয়ার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রিহ্যাব এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা প্রত্যাশা করি সরকার রিয়েল এস্টেট খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

রিহ্যাব এর কার্যক্রম:

প্রতি বছর রিহ্যাব দেশে এবং বিদেশে 'রিহ্যাব হাউজিং ফেয়ার' অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এটি রিহ্যাব-এর সদস্য ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান, লিংকেজ প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতাসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরীতে ভূমিকা রাখছে। উপরন্তু রিহ্যাব তার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির আওতায় অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সংকটের সময় রিহ্যাব দুর্দশাগ্রস্থদের মাঝে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি কুড়িগ্রাম ও ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যা ও নদী ভাংগনের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ৮৭টি ঘর নির্মাণ করে দেয়। রিহ্যাব মেডিয়েশন এন্ড কাস্টমার সার্ভিস সেল ক্রেতা-সাধারণ, ভূমির মালিক ও ডেভেলপারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রিয়েল এস্টেট সেক্টরের জন্য জাতীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে রিহ্যাব সরকার এবং তার সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে সব ধরণের সহায়তা প্রদান করে আসছে। রিহ্যাব অনেক সভা-সেমিনার ও মিডিয়াতে টক শো'র আয়োজন করছে। পরিবেশবান্ধব জীবন যাপনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিহ্যাব ঢাকা নগরীতে র‍্যালী আয়োজন করেছে, রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। প্রতিবছর বিশ্বসতি দিবসের জাতীয় র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করছে। রিয়েল এস্টেট সেক্টর নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান করে আসছে। এ সেক্টরে অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। রিয়েল এস্টেট সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যা, সমাধানের করনীয় বিষয় ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ফিচার তুলে ধরে রিহ্যাব বাংলা ম্যাগাজিন 'স্বপ্নীল আবাসন' এবং রিহ্যাব এর কার্যক্রম তুলে ধরে ত্রৈমাসিক ইংরেজি 'নিউজ লেটার' প্রকাশ করছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাসস্থান প্রতিটি মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। আওয়ামী লীগ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সুপরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিতকরনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য পূরণে সরকারের পাশাপাশি রিহ্যাবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গত আট বছরে আমরা আবাসন সংকট নিরসনকল্পে অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য গৃহায়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহায়ন ও আবাসন খাতকে যথোচিত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রিহ্যাব নাগরিকদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন ও সবুজ নগরায়ণ তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এর মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে, যা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) পরিকল্পিত আবাসন সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে আরও যত্নবান হবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, রিহ্যাব এর সদস্য প্রতিষ্ঠান ডেভেলপার এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নাগরিকদের জন্য আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিকল্পিত নগরী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি রিহ্যাব এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

মাননীয় মন্ত্রী
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) -এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এ সংগঠনের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও আবাসনকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার সবার জন্য আবাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধিনস্থ দপ্তরসমূহ পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে সবার জন্য আবাসনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের একক উদ্যোগে মানুষের এ মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের সবার জন্য আবাসন কর্মসূচি সফল করতে রিহ্যাব আরো কার্যকরভাবে এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

বেসরকারি আবাসন উদ্যোক্তাদের সংগঠন রিহ্যাব দেশের মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিগত ২৫ বছরে এ সংগঠন দেশের মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধানে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। একইসাথে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে রিহ্যাব বেকার সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। দেশের প্রায় ২০০টির অধিক লিংকেজ শিল্পের প্রসারেও রিহ্যাব বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রিহ্যাবকে উদ্ভাবনী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি মনে করি।

আমি রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) -এর রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আবাসন মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণে রিহ্যাব সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ বিগত ২৫ বছর যাবৎ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম সহ সকল জেলা শহর গুলোতে নান্দনিক ও দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো পরিলক্ষিত হচ্ছে- যা দেশের অবকাঠামোগত সৌন্দর্য অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের আবাসন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০০টির অধিক লিংকেজ শিল্প প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে রিহ্যাব সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। এছাড়াও দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশের প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। আমি আশা করি, রিহ্যাব আরো সু-সংগঠিত হয়ে সময়পোযোগী আবাসন, পরিবেশ বান্ধব নগরায়ন সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

আমি রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর ২৫ বছর পূর্তির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

সভাপতি
রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন
অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) ও আমার পক্ষ থেকে রিহ্যাব রজতজয়ন্তী উপলক্ষে রিহ্যাবের সকল সদস্য ও আবাসন শিল্পের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাসস্থান মানুষের অন্যতম প্রধান একটি মৌলিক চাহিদা, তাই এই মৌলিক চাহিদার কথা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ১৯৯১ সালে রিহ্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর রিহ্যাবের সকল সম্মানিত সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে সারা দেশে কোটি মানুষের জন্য পরিকল্পিত আবাসন এর ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশের পরিকল্পিত নগরায়ন ও সবুজ নগরী গড়ার ক্ষেত্রে রিহ্যাব গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে যাচ্ছে। রিহ্যাব সদস্যদের নিরলস পরিশ্রমে রাজধানী ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে আধুনিক স্যাটেলাইট সিটি ও দৃষ্টি নন্দন অত্যাধুনিক বিভিন্ন ভবন, স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে।

রিহ্যাব দেশে ও বিদেশে গৃহায়ণ শিল্পের বাজার সৃষ্টি এবং তা প্রসারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, প্রবাসে বিভিন্ন ফেয়ারের আয়োজন করে এক দিকে প্রবাসী ক্রেতারা তাদের নিজ মাতৃভূমিতে আবাসন এর সংস্থান পেয়েছেন অন্যদিকে আমরা এই মেলার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি, যা কিনা আমাদের দেশের বৈদেশীক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অনেক দেশে এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম প্রবাসীরাও বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠছে। আমরা ভবিষ্যতেও আমাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

আমরা শুধু আবাসনই সরবরাহ করছি না। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। সম্প্রতি আমরা রিহ্যাবের পক্ষ থেকে কুড়িগ্রামে অসহায় দুস্থদের জন্য ২২টি ঘর তৈরি করে দিয়েছি। একই সাথে ভোলার লালমোহনে ৬৬টি ঘর তৈরি করে দিচ্ছি। এছাড়া বিভিন্ন সময় শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, ধানমন্ডি এবং গুলশান থানায় পুলিশের কাজে সহায়তার জন্য গাড়ী প্রদান, অটিস্টিকদের সহায়তাকারী সংগঠনসহ বিভিন্ন সাংবাদিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা করেছি। এছাড়াও রোগাক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যাদের চিকিৎসার সামর্থ নেই তাদের আর্থিক সাহায্য করেছি। চট্টগ্রামে মা ও শিশু হাসপাতালে ১৬টি বেড প্রদান, ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বার্ণ ইউনিটে ২০ বেড প্রদানসহ নানা সামাজিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে রিহ্যাব।

আমাদের দেশে আবাসন শিল্পে শ্রমিকদের আরো দক্ষ, মানসম্মত প্রশিক্ষণ এর কথা চিন্তা করে, এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা রিহ্যাব এর পক্ষ থেকে একটি রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি, যা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে দেশে ও বিদেশে আবাসন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে কাজ করছে।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, একই সাথে আমরা আশা করি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার এই মহৎ উদ্দেশ্যে সফলকাম হব। এই কামনা রেখে এবং সবার সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি।

আলমগীর শামসুল আলামিন (কাজল)

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

সিনিয়র সহ-সভাপতি
রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন
অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষে রিহ্যাব এর সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৯১ সালে ১১ জন উদ্যমী উদ্যোক্তা, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) নামে আবাসন শিল্পের একমাত্র বাণিজ্যিক সংগঠন হিসাবে যাত্রা শুরু করে। সাধারণ মানুষের জন্য আবাসন সরবরাহের মত সেবা প্রদানের মহৎ এই লক্ষ্যের শুরুটা অত্যন্ত মসৃন ছিল না। প্রতিষ্ঠার শুরুতে নানা চড়াই উৎরাই পার করতে হয়েছে রিহ্যাবকে। কোন মহৎ উদ্যোগ থেমে থাকতে পারে না, রিহ্যাব এর উদ্যোগও থেমে ছিল না। তৎকালীন নেতৃবৃন্দের আন্তরিক ভূমিকায় ভিত্তিমূল পেয়েছে রিহ্যাব। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, রিহ্যাব এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কে। যাদের প্রচেষ্টায় রিহ্যাব হাঁটি হাঁটি পা পা করে, তার পথ চলা শুরু করে আজ এই পর্যায়ে এসেছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে কোটি নাগরিক সারা বাংলাদেশে আবাসনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে।

আমরা শুধু আবাসনই সরবারাহ করছি না। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আমাদের। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে আবাসন খাতকে উৎপাদনশীল খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সমগ্র নির্মাণ শিল্প দেশের জিডিপিতে অবদান রাখছে প্রায় ১৫ শতাংশ । রিহ্যাব সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লিংকেজ প্রতিষ্ঠান যেমন রড, সিমেন্ট, টাইলস, ফার্নিচার, পেইন্ট সহ বিবিধ প্রায় দুইশতাধিক আইটেমের বার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান এই খাতের উন্নয়নের অংশীদার। প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক বিভিন্ন ভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে।

আধুনিক ঢাকা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম অংশীদার হিসাবে রিহ্যাব এর ১০৭১ টি সক্রিয় সদস্য প্রতিষ্ঠান নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করা ও দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করার জন্য রিহ্যাব এর সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ একযোগে সরকারের সাথে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

নুরুন্নবী চৌধুরী (শাওন), এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

সদস্য সচিব
রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি
রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন
অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)

রিহ্যাব এর ইতিহাসে এ সময়টি একটি উজ্জ্বল সময় যা কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৫ বছর পর পর আসে। রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনের এই ঐতিহাসিক সময়ে উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে রিহ্যাব গঠনকালের সেই ১১ জন সদস্য থেকে শুরু করে আজকের ১০৭১ সক্রিয় সদস্য এবং যারা রিহ্যাব সদস্য ছিলেন, ভবিষ্যতে যারা সদস্য হবেন সকলকে জানাই উষ্ণ ও আন্তরিক অভিনন্দন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারের ব্যক্তি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ উদ্বোধন করতে সম্মত হয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমকে স্বার্থক করলেন ও আগামী দিনের প্রচেষ্টাতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর মহান উপস্থিতি আমাদেরকে নিশ্চয়ই সম্মানিত করছে। আমরা চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদ জানাই পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যকে আমরা যারা এই ইতিহাস নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ পেয়েছি। ধন্যবাদ পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত প্রেসিডেন্টকেও যার সময়কালে ও তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে আমরা এই উদ্‌যাপনটি করতে পারলাম। এ নিয়ে আমার উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে পুরো পরিচালনা পর্ষদ যে গুরুত্ব দিলেন, তার জন্য আমি গর্বিত। রিহ্যাব এর ২০ বছর সময়কালে যখন আজকের সবচাইতে অন্যতম গুরুত্ব বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী রিহ্যাব এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করার জন্য কমিটি করেছিলেন যার প্রধান সমন্বয়ক ছিলাম আমি। আজ আমি সেই রজতজয়ন্তীর দায়িত্ব পালন করতে সুযোগ পাওয়ায় মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

স্বাধীনতা উত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জীর্ণ শীর্ণ বাংলাদেশকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে উন্নয়ন কর্মে অবদান রেখে যে দৃশ্যমান দৃষ্টি নন্দন ভবনের রাজধানী আমরা করেছি, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি উন্নত নগরী করেছি, কক্সবাজার পর্যটন নগরী নির্মাণ করেছি, আজ যা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, রিহ্যাব এর কর্মের আজ সত্যিকারের স্বীকৃতি মিলেছে। নিশ্চয়ই আজ থেকে রিহ্যাব সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, সকল দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২১ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে নব-উদ্যমে কাজে লেগে যাব। উন্নত দেশের জন্য উচ্চমানের ভবন ও হাউজিং এলাকা আমরা নিশ্চয়ই জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন করে বাস্তবায়ন করবো।

দেশবাসির কাছেও দোয়া চাই যে, আমরা যেন ক্রমান্বয়ে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে উন্নত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে পারি।

জহির আহমেদ

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়: ন্যাশনাল প্লাজা, (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা- ১২০৫। ফোন ঃ +৮৮০-২-৯৬৬২১১৪, ৯৬৬২৪৮২, ৯৬৬৩৪৫৮, ৯৬৬৯৮৯৭, ৯৬৭৭৮৭৭, ফ্যাক্স ঃ+৮৮০-২-৯৬১৪৬০৬
চট্টগ্রাম রিজিওন্যাল কার্যালয়: ভিআইপি টাওয়ার (৩য় তলা), ১২৫, চট্টেশ্বোরী রোড, কাজীর দেওরী, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ+৮৮-০৩১-২৮৫৩৫২২, ২৮৬৮৮২৯, ফ্যাক্স ঃ +৮৮-০৩১-২৮৫৩৬২২